3.3.1-38

'Ebong Mahua'--UGC - CARE List Approved Journal,
Indian Language Journal Serial No.--96, 2019.

EBONG MAHUA

Bengali Language, Literature, Research and Referred with Peer-Review Journal

22nd Year, 121 Volume
May, 2020

Santal Bidroha Sardha Satabarshiki Mahavidyalaya
ESTD 2005
Goaltore
Paschim Medinipur

Edited, Printed and Published by
Dr. Madanmohan Bera, Editor.
Golekuachawk, P.O.-Midnapur,721101.W.B.
Mob.-9153177653
madanmohanbera51@gmail.com
kohinoor.bera @ gmail.com

Rs. 500

Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya, Goaltore
Paschim Medinipur, Pin-721128

তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ভারতীয় ভাষার পত্রিকা

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২২তম বর্ষ, ১২১ সংখ্যা, মে, ২০২০

ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন

HONOURABLE EDITOR

Dr.Madanmohan Bera, Eminent Bengali Writer, Midnapore.W.B.

BOARD OF EDITORIAL ADVISORS

Dr.Taraknath Rudra, Eminent Bengali Writer, Midnapore.W.B.
Dr.Jaygopal Mandal, Prof.Dpt.of Bengali, B.B.M.K.U, Dhanbad, Jharkhand.
Mr.Anuttyam Bhattacharya, Eminent Essayist and Writer, Midnapore.W.B
Dr.Tarapada Bera,Prof.Tamluk College,W.B.
Dr.Manoj Mandal,Prof. Khidirpur College,Kalkata,W.B.
Dr.Narendranath Roy,Eminent Bengal Writer,Prof. B.S.College, W.B.
Dr.Samir Prasad, EminentBengali Writer,Kharagpur,W.B.
Mrs.Payel DasBera,Eminent Essayist and Writer, Midnapore.W.B

HONOURABLE ADVISORS

Dr.Sd. Ajijul Haque, Professor, Dhaka University, Bangladesh.
Dr.Anik Mahmud, Professor, Rajsahi University, Bangladesh.
Md.Enamul Haque,Professor,Dhaka University,Bangladesh
Dr.Bela Das, Professor, Asam University,Shilchar, Assam.
Dr.Snehalata Das, Professor, BhagalpurUniversity, Bihar.
Dr. Mamata Das Sharma, Professor, Patna University, Bihar.
Dr.Prakash Maity, Professor, Banaras Hindu University, U.P.
Dr.Nirmal Das, Professor,Tripura University, Tripura.
Dr.Shubhra Chatterjee, Professor, Ranchi University, Jharkhand.
Dr.Ratna Roy, Professor, Ranchi University, Jharkhand.
Dr.Anirban Sahoo, Professor, Dr.S.P. Mukherjee University, Jharkhand.
Dr.Lili Ghosh, Professor, Jamsedpur Womens' University, Jharkhand.
Dr.Subrata Kumar Pal, Professor, Ranchi University, Jharkhand.
Dr.Dayamoya Mondal, Professor, S-K-B University, Purulia,W.B.
Dr.Baniranjan Dey, Professor,Vidyasagar University, W.B..
Dr.Sudip Basu, Professor, Biswabharati, W.B..
Dr.Mir Rejaul Karim, Professor, Alia University, W.B..
Dr.Tarun Kr.Pradhan, Professor, Rabindra Bharati University, W.B.
Dr.Sarojkumar Pan,Professor,VidyasagarUniversity.W.B.
Dr.Krisnendu Datta, Professor, Sikim University, Gangtok, Sikim.
Dr.Achintya Kr.Banerjee,Professor, Gourbanga University,W.B.
Dr.Subhas Biswas,Professor,Kalyani University,Nadia,W.B.

সূ চী প ত্র

১.ভারতীয় আধুনিকনৃত্যের দুই যুগপুরুষ:রবীন্দ্রনাথ ও উদয়শঙ্কর
:: ইলিয়া দাস মুখার্জী.....৯
২.চাঁদ বণিকের পালা : গান ও তার প্রাসঙ্গিকতা
:: প্রভাতচন্দ্র সরকার.....২১
৩.কবি কঙ্কণ চন্ডীর ফুল্লরা চরিত্র
:: শ্রেয়া মন্ডল.....২৯
৪.রিজিয়া খাতুন চৌধুরানীর ছোটগল্প
:: মিজানুর রহমান.....৩৭
৫.সুশাসন ও স্বশাসন : ভারতীয় প্রেক্ষাপট
:: প্রশান্ত শাট.....৪৩
৬.স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাগার ভাবনা
:: অনিমেষ হালদার.....৫২
৭.শিবনিবাসে 'মেলায়' মন্দির এবং সামাজিক ধারার উন্মেষ
:: অসীম কুমার মন্ডল.....৫৮
৮.উত্তর-ঔপনিবেশিক যুগে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান : নাগরিকত্ব
ও আত্ম-পরিচিতি
:: সৈয়দ শরফরাজ আজম.....৬৫
৯.চৈতন্যালোকে আলোকিত অন্ত্যজ সমাজ
:: অনিমেষ গোলদার.....৭২
১০.বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ মহাবিদ্যালয়
গ্রন্থাগারগুলির অবস্থান পর্যালোচনা
:: অভিষেক চৌধুরী.....৭৯
১১.জীবন রস রসিক, মগ্ন ধ্যানী কবি— অরুণ মিত্র
:: ইরাবতী মণ্ডল.....৮৪
১২.গনেশ বসুর কবিতা : এক ছিন্নমূল মানুষের দৃষ্টিতে
স্বদেশ ও সমকাল
:: নিখিল চন্দ্র মাহাতো.....৮৮
১৩.'ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় সতীময়না' কাব্যের তুলনামূলক আলোচনা
:: রুবিনা খাতুন.....৯৭
১৪.পুরুলিয়ার লোক সংস্কৃতির প্রাণ ছৌনাচ : একটি
সামগ্রিক পর্যালোচনা
:: সুশান্ত রজক.....১০৩

Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya
Goaltore, Paschim Medinipur

১৫.বিজন ভট্টাচার্যের জবানবন্দী,নবান্ন, দেবীগর্জন : প্রান্তিক মানুষের বেঁচে থাকার করুণ সংগ্রাম
:: টিটু ঘোষ.....১১১
১৬.শৈশবকালীন শিশুদের অপসংগতিমূলক আচরণের উপর একটি সমীক্ষা
:: লালকৃষ্ণ খাঁড়া.....১১৮
১৭.স্বদেশী আন্দোলনে বাংলা সঙ্গীতে স্বদেশী ভাবনা (১৯০৫-১৯১১) : একটি ঐতিহাসিক আলোচনা
:: প্রসেনজিৎ রায়.....১২২
১৮.বিশ শতকের শেষের দিকের নারী কবিদের দৃষ্টিতে ধর্ম : একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা
:: সেখ পারভেজ হোসেন.....১৩১
১৯.ভিন্নধর্মী মাতৃসত্ত্বার আলোকে নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্য
:: জয়ন্ত ঘোষ.....১৩৭
২০.শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের চোখে নরেন তথা বিবেকানন্দ
:: মৌসুমী দাস.....১৪২
২১.বাংলার গ্যারিক গিরিশচন্দ্রের নাট্য জগত থেকে থিয়েটার মঞ্চে পদার্পণ
:: সঞ্চয় মণ্ডল.....১৪৬
২২.বাদল সরকারের নাটকে লোকনাট্যের প্রভাব:প্রসঙ্গ 'ভুল রাস্তা'
:: অমর চন্দ্র রায়.....১৫৫
২৩.সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প উত্তরাধিকার :এক আত্ম বংসী আদিম প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা
:: চিন্ময় কুমার মাইতি.....১৬২
২৪.গান্ধীজী ও বিপ্লবীরা : প্রেক্ষিত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন
:: শচীন চক্রবর্ত্তী.....১৬৯
২৫.মানবাধিকার রক্ষায় ভারতীয় সংবিধানের ভূমিকা
:: জয়দেব নায়েক.....১৭৯
২৬.লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা, স্বরূপ ও বাস্তবতা—প্রসঙ্গ ঔপনিবেশিক বাংলার লোকক্রীড়া
:: মহঃ আবু নাসিম.....১৮৬
২৭.অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গের বয়ন শিল্পীদের দুর্দশা নিরসনে আবেদন, প্রতিরোধ ও তার পরিণাম
:: কাজী আক্তার আলি ১৯৬
২৮.অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে বাংলায় ইংরেজি শিক্ষার প্রসার
:: অরূপরতন চক্রবর্তী.....২০৬
২৯.অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি
::: অর্ঘ্য হালদার.....২১৩
৩০.বেদান্ত দর্শনে স্মৃতির প্রমাত্ব প্রসঙ্গ
:: গৌতম দাস.....২২১
৩১.দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাইবারিক' : স্নিগ্ধ হাসির আলোয়
:: দেবাশিস সরদার.....২৩০
৩২.সুন্দরবনের লোকায়ত পালা: মনসা,শীতলা ও বনবিবি পালার বিবর্তন
:: বিশ্বজিৎ দাস.....২৩৩
৩৩.ছোট গল্পের আলোকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : একটি সমীক্ষা
:: ড.সৌগত ঘোষ.....২৪৮
৩৪.বিজ্ঞানী সি ফেন হকিং : বিজ্ঞান, সমাজ ও সাহিত্য সাধক
:: ড. সমীর প্রসাদ.....২৫৮
৩৫.মনোজ মিত্রের নির্বাচিত একাঙ্ক : বিষয় ও শিল্পরূপ
:: ড. বিপুলকুমার মণ্ডল.....২৬৩
৩৬.আর্য্যকৃষ্টি ও শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র : একটি পর্যালোচনা
:: ড. পার্থ প্রতিম রায়.....২৭৫
৩৭.প্রাচীন ভারতের মৌর্যোত্তর এবং গুপ্তযুগের শিক্ষাব্যবস্থার বিবরণ
:: ড. জিতেশ চন্দ্র রায়.....২৮১
৩৮.রাঢ়ের কবিগান : উপেক্ষিতের গান,উপেক্ষিত সাহিত্য
:: ড. সুবীর ঘোষ.....২৮৭
৩৯.সেলিম আল দীনের নাটকে ভাষার ব্যবহার
:: ড. সমাধান দাস (শিকারী).....২৯৬
৪০.মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য : বাংলা কিশোরসাহিত্যের রামধনু
:: ড. সুব্রত দাস.....৩০৮
৪১.জীবনানন্দের উপন্যাস : অনালোকিত এক পথের সন্ধানে
:: ড. আশিস অধিকারী.....৩১৮
৪২.চিকিৎসকের দৃষ্টিকোণ : প্রেক্ষিত বনফুলের উপন্যাস
:: ড. মণিশংকর অধিকারী.....৩২৬

Santal Biroha Sardha Satabarshiki Mahavidyalaya
ESTD 2005
Goaltore
Paschim
Medinipur
Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya
Goaltore, Paschim Medinipur

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে বাংলায় ইংরেজি শিক্ষার প্রসার

অরূপরতন চক্রবর্তী

১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাহসুজা, যিনি তৎকালীন বাংলা ও উড়িষ্যার সুবেদার ছিলেন, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর উদ্দেশ্যে একটি নিশান বা আদেশ জারি করেন। এই নিশানের মাধ্যমে কোম্পানী বাংলা উড়িষ্যা অঞ্চলে কোনরকম বাণিজ্য শুল্ক প্রদান ব্যতীতই ব্যবসা করার অধিকার লাভ করে। এরপরেই বাংলা তথা ভারতে ব্রিটিশ রাজনৈতিক আধিপত্যের সূচনা যেমন হয়, ইংরেজি ভাষা ব্যবহারের সূত্রপাতও হয়। ব্রিটিশ প্রতিনিধি ও দেশীয় ব্যক্তিদের মধ্যে ব্যবসায়িক যোগাযোগের প্রয়োজনীয় ভাষা হিসেবে বঙ্গদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন হয়।

ইংরেজদের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রে ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে যাঁরা ইংরেজি শিখেছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য নামটি হল রাজা রামমোহন রায়। তিনি বাংলা, আরবি, ফারসি ও সংস্কৃত ভাষায় যথেষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। বাইশ বছর বয়সে রামমোহন ইংরেজি শেখা শুরু করেন। জন ডিগবি (*John Digby*) নামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর এক কালেক্টরের দেওয়ান হিসেবে ১৮০৫ থেকে ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কাজ করেন। ডিগবি-র সাহচর্যে রামমোহন ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি ইংরেজিতে ৪৭টি পুস্তক, প্রবন্ধ ও পত্র রচনা করেছিলেন। রামরাম বসুও ইংরেজদের সঙ্গে নিজস্ব যোগাযোগের ফলে এই ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তারাচাঁদ চক্রবর্তীও ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন যথেষ্ট ইংরেজি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ অনুবাদক ছিলেন। রামরাম বসু উইলিয়াম কেরীকে অনুবাদকর্মে সাহায্য করেছিলেন। তারাচাঁদ চক্রবর্তী ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে একটি ইংরেজি বাংলা অভিধান সংকলন করেন। তিনি মনুসংহিতার একটি সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন সংস্কৃত ভাষায়, বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদসহ।

অষ্টাদশ শতকে কলকাতায় প্রথম ইংরেজি শিক্ষার স্কুল স্থাপন শুরু হয়। তবে এগুলি ছিল মূলত ইউরোপীয় শিশুদের জন্য। সর্বজনীন ইংরেজি শিক্ষার স্কুল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মিশনারিদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ১৭৩১ খ্রিস্টাব্দে সোসাইটি ফর প্রোমোটিং ক্রিশ্চিয়ান নলেজ কলকাতায় প্রথম ইংরেজি শিক্ষার স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। ১৭৫৯ খ্রি: রেভারেণ্ড কিরেণ্ডার (*Rev. Kierander*) আর একটি ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ফ্রি স্কুল সোসাইটি অফ বেঙ্গল। বাংলায় বহু কাজে খ্রিস্টান মিশনারিরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন, যেমন— স্কুল প্রতিষ্ঠা, পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ

Santal Bidroha Sardha Satabarshiki Mahavidyalaya
ESTD 2005
Goaltore
Paschim
Medinipur

করা, পত্রিকা সম্পাদনা, ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি কার্যে তাঁরা সর্বদাই অগ্রণী ছিলেন।

বাণিজ্যিক উদ্যোগেও অনেক ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হচ্ছিল। এইসব স্কুলের শিক্ষাদানের লক্ষ্য যদিও শিক্ষার মানোন্নয়োনের দিকে বিশেষ ছিল না, নিজেদের ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ইংরেজি শিক্ষিত কেরাণী তৈরি করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য, তবে চাকরির জন্য প্রয়োজনীয় হিসাববিদ্যা ও বুককিপিং ছাড়াও এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে ইংরেজি ভাষারও কিছুটা চর্চা হত, যদিও ব্যাকরণ নির্ভর চর্চা নয়, শেখানো হত ইংরেজি শব্দ। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন— "এইরূপ শোনা যায় শ্রীরামপুর মিশনারিগণ সে সময়ে এই বলিয়া তাঁহাদের আশ্রিত ব্যক্তিবর্গকে সার্টিফিটেক দিতেন যে, এ ব্যক্তি দুইশত বা তিনশত ইংরাজী শব্দ শিখিয়াছে।"[১] তবে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানেরই দু'জন বিখ্যাত ছাত্র ছিলেন রাধাকান্ত দেব ও হেনরি ডিরোজিও। রাধাকান্ত ছিলেন মি: কামিংস (*Mr. Cummings*) পরিচালিত ক্যালকাটা একাডেমী ও ডিরোজিও ছিলেন ডেভিড ড্রামণ্ড (*David Drummond*) পরিচালিত ধর্মতলা একাডেমীর ছাত্র।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উচ্চপদাধিকারী ফিলিপ ফ্রান্সিস দেশীয় ব্যক্তিদের ইংরেজি ভাষায় প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রশাসনিক কার্যে নিয়োগের সুপারিশ করেছিলেন ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে। লর্ড নর্থকে এক পত্রে তিনি লিখেছিলেন—

"If... the English language could be introduced into the transaction of business, ... it would be attended with convenience and advantage to Government and no distress or disadvantage to the natives, ... to qualify themselves to employment, they would be obliged to study English instead of Persian."[২] (উদ্ধৃত, *Guha*)

১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে চার্লস গ্রান্ট ও ইংরেজিকে প্রশাসন, আদালত, ইউরোপীয় সংস্কৃতি, ধর্ম প্রচার ইত্যাদির মাধ্যম করে তোলার কথা বলেন। পরবর্তী কালে মেকলে হয়তো এই প্রস্তাব থেকেই তাঁর বিখ্যাত 'মিনিট্স্' পেশ করার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। ১৮১৭ খ্রি: কলকাতা হিন্দু কলেজ (বর্তমান প্রেসিডেন্সী ইউনিভার্সিটি) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শিক্ষিত বাঙালিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এঁদের অন্যতম ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। রামমোহন বিশ্বাস করতেন, কেবল সংস্কৃত শিক্ষাব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষ এগিয়ে যেতে পারবে না।

হিন্দু কলেজ তার ছাত্রদের বৌদ্ধিক বিকাশে যেমন অপরিহার্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তেমনই ইংরেজি ভাষার উপরে দখল ও ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি গভীর আকর্ষণও তৈরি করে দিয়েছিল। ভাষা ছাড়াও অন্যান্য যে সমস্ত বিষয়গুলিতে কলেজে পাঠদান করা হত, তা সবই ইংরেজি মাধ্যমেই চলত। ইংরেজি সাহিত্যে পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল শেক্সপীয়রের নাটক, বেকন, এডিসন ও গোল্ডস্মিথের প্রবন্ধ, মিলটনের কাব্য, জনসনের 'র‍্যাম্বলার' ও 'রাসেলাস'। এছাড়া ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস ও

Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya
Goaltore, Paschim Medinipur

অলঙ্কার শাস্ত্রও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে হিন্দু কলেজে, শ্রেণিকক্ষের পাঠ্যবিষয়ের চেয়েও ছাত্রদের কাছে অধিক আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল হেনরি ডিরোজিও প্রবর্তিত বিতর্কসভা। ছাত্রদের যুক্তির প্রয়োগে আপন মত প্রতিষ্ঠার শিক্ষা দিয়েছিলেন তাদের প্রিয় শিক্ষক ডিরোজিও। অসাধারণ দক্ষতায় ইংরেজি ভাষায় ছাত্ররা তাদের বাগ্মীতার পরিচয় দিত। ডিরোজিওর ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ছাত্ররা 'ইয়ংবেঙ্গল' নামে পরিচিত হয়েছিল। তারা বাংলার সমাজে প্রচলিত অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ইত্যাদির প্রবল বিরোধিতা করে সমাজে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ছাত্রদের বিভ্রান্ত করার অভিযোগ এনে ডিরোজিওকে কলেজ থেকে অপসারণ করা হয়।

ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের আইন সচিব ছিলেন টমাস ব্যাবিংটন এডওয়ার্ড মেকলে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে মেকলের সভাপতিত্বে বেন্টিঙ্ক 'কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন' গঠন করেন। ভারত তথা প্রাচ্যের জ্ঞানচর্চা সম্পর্কে মেকলের ধারণা উচ্চমানের ছিল না। তাঁর বিতর্কিত উক্তি ছিল "ইউরোপের একটি ভালো গ্রন্থাগারের একটি বইয়ের তাকই ভারত ও আরবের সমগ্র সাহিত্যের সমান" (*"A single shelf of a good European library is worth the whole literature of India and Arabia."*)।[৩] তাই ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে ভারতীয়দের ইউরোপীয় দর্শন, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত করে তোলাই ছিল মেকলের উদ্দেশ্য।

তবে এই উদ্যোগ শুধুমাত্র ভারতীয়দের মানোন্নয়ন ও তাদের আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানে আগ্রহী করে তোলার জন্যেই ছিল না— ঔপনিবেশিকদের প্রকৃত পরিকল্পনা ছিল বাণিজ্যের প্রসার ও উপনিবেশায়ন দীর্ঘমেয়াদী করে তোলা। চার্লস গ্রান্ট ১৭৯২ সালে অতি স্পষ্ট করে বলেছিলেন— *"We shall also serve the original desigh with which we visited India, that desigh still so important to this country— the extension of our commerce."*[৪] (উদ্ধৃত, *Stokes*)। ১৮৩৩ খ্রি: মেকলেও হাউস অব কমন্স্-এ বলেছিলেন যে, "ভারতীয়রা যখন নিজেদের শাসনে থাকবে তখনও আমাদের আদবে চলবে ও আমাদের পণ্য ব্যবহার করবে— এটাই আমাদের পক্ষে কল্যাণকর; ক্রয়ক্ষমতাহীন গরীব ভারতীয়দের কুর্ণিশ পেয়ে আর কী লাভ" (উদ্ধৃত, *Sen*)[৫]। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারত ও ইংল্যান্ডের ঔপনিবেশিক সম্পর্ক নিয়ে লেখা প্রায় সমস্ত বইতেই ভারতে শিক্ষার প্রসারের উদ্যোগের অন্তর্নিহিত কারণ হিসেবে দীর্ঘকালীন ঔপনিবেশিক মুনাফার কথা বলা হয়েছিল। ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ লাভ করা দেশীয় ব্যক্তিদের কাছে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকপ্রাপ্তির উন্মুক্ত গবাক্ষ রূপে দেখা দিলেও, শাসকের কাছে এ ছিল এক নির্বিকল্প হাতিয়ার। গৌরী বিশ্বনাথন তাঁর *Mask of Conquest : Literary Study and British Rule in India* গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, উনবিংশ শতকের ইউরোপীয় শিক্ষাব্যবস্থা যত না উন্নত পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতিভূ ছিল, তার চেয়েও বেশি ছিল ব্যবসায়িক সম্প্রসারণের ও শাসনের ক্ষেত্রে পশ্চিমি আধিপত্যের হাতিয়ার : *"The Eurocentric curriculum of the nineteenth century was less a statement of the western tradition than a vital, active instrument of western hegemony in contact with commercial expansionism and military action."*[৬]

১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারি টমাস মেকলে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের কাছে তাঁর প্রস্তাব পেশ করেন। তাঁর প্রস্তাবগুলি ছিল—

১. পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রথমে উচ্চমধ্যবিত্তদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে।
২. উচ্চ ও মধ্যবিত্তশ্রেণির মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটলে তা নিম্নমুখী পরিস্রুত নীতি (*Downward filtration theory*) অনুসারে ধীরে ধীরে ভারতবাসীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে।
৩. ইংরেজি শিক্ষাই একমাত্র পারবে অন্ধকুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতবাসীকে শিক্ষার আলোকে নিয়ে আসতে।

মেকলের এই প্রস্তাব 'মেকলে মিনিট্স্' নামে খ্যাত হয়। মেকলের উদ্দেশ্য ছিল, ইউরোপীয় শিক্ষার প্রভাবে ভারতীয়রা গাত্রবর্ণে ও রক্তে ভারতীয় হলেও ভাবনা ও রুচিতে হবে ইউরোপীয়— *"Indian in blood and colour, but English in tastes, in opinions and in morals and intellect."*[৭]

মেকলে প্রাচ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ করে দেওয়ার কথা বললেও, বেন্টিঙ্ক তা না করেই ইংরেজি ভাষাকে ভারতে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে সরকারি নীতি ঘোষণা করেন। সরকারি কাজে ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি প্রচলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইংরেজিতে দক্ষ ব্যক্তিদের সরকারি চাকরিতে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথাও ঘোষণা করা হয়।

১৮৫৪ সালে বোর্ড অফ কন্ট্রোল-এর প্রেসিডেন্ট চার্লস উড গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহৌসীকে তাঁর শিক্ষা সম্পর্কিত ডেসপ্যাচ প্রেরণ করেন। এটিকে 'উডস্ ডেসপ্যাচ অন এডুকেশন' আখ্যা দেওয়া হয়। উডস্ ডেসপ্যাচ অনুযায়ী উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি ও প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষা ব্যবহারের নীতি গৃহীত হয়। এরপর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ, শিক্ষক শিক্ষণ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। নারীশিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা গুরুত্ব পায়। ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তৎসহ মাদ্রাজ ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়। ১৮৫৯ সাল থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর পদ দুটি ইংরেজিতে দক্ষ ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত রাখার সিদ্ধান্ত হয়।

ব্রিটিশ উপনিবেশ পূর্ব সময়ে ভারতে আরবি ও সংস্কৃত ছিল ধর্মের ভাষা এবং প্রশাসনিক কার্যের জন্য ব্যবহার হত ফারসি ভাষা। ব্রিটিশ শাসনে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রশাসনিক কর্মের জন্য ইংরেজি চর্চার প্রসার হলেও, ক্রমে দেশীয় মননে ইংরেজির আত্তীকরণ ঘটে এবং ইংরেজি ভাষার চর্চা সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে ওঠে। যদিও 'ইংরেজ' এবং 'ইংরেজি'— এই শব্দদুটি কিন্তু ব্রিটিশ শব্দভাণ্ডার থেকে বাঙালির শব্দভাণ্ডারে যুক্ত হয়নি। শব্দদুটি এসেছে পর্তুগিজদের কাছ থেকে। ব্রিটিশদের আগেই ভারতে পর্তুগিজ,

Santal Bidroha Sardha Satabarshiki Mahavidyalaya ESTD 2005 Goaltore Paschim Medinipur

Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya
Goaltore, Paschim Medinipur

ফরাসি, ডাচরা এসেছিল বাণিজ্য করার উদ্দেশ্য নিয়ে, যদিও রাজনৈতিক আধিপত্য তারা বিস্তার করতে পারেনি তেমনভাবে, এই পতুর্গিজরা ব্রিটিশদের বলত '*Engrez*', সেখান থেকেই বাঙালিরা শিখেছিল ইংরেজ ও সেই সূত্রে ইংরেজি ভাষা।

বাংলার জনমানসে ইংরেজি ভাষার প্রসারের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংবাদপত্রগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ১৭৮০ খ্রি: জেমস হিকি দ্বারা প্রকাশিত 'বেঙ্গল গেজেট' বা 'হিকির গেজেট' ছিল বাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্র। অবশ্য এই কাগজটি মাত্র তিনবছর চলেছিল। এরপর 'ইণ্ডিয়া গেজেট', 'ক্যালকাটা গেজেট', 'বেঙ্গল জার্নাল' ইত্যাদি ইংরেজি কাগজ প্রকাশিত হত। বাঙালিরা নিজেরাও ইংরেজি কাগজ প্রকাশনা করতে শুরু করেন। রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী যথাক্রমে 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর' ও 'কুইল' প্রকাশ করতেন, রামমোহন রায়ের 'বেঙ্গল হেরাল্ড', যদিও এটি মাত্র কয়েকমাস প্রকাশিত হয়েছিল, কেশবচন্দ্র সেনের 'দ্য সানডে মিশন', 'দ্য লিবারেল' প্রভৃতিও বাঙালিদের দ্বারা প্রকাশিত ইংরেজি সংবাদপত্র।

বাঙালিদের মধ্যে সাহিত্যচর্চাও শুরু হয়েছিল এই ভাষায়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইংরেজি ভাষাতে তাঁদের সাহিত্যচর্চার প্রারম্ভিক সময়ে কিছু অবদান রেখেছিলেন। মধুসূদন হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি মাদ্রাজ চলে যান। 'মাদ্রাজ-ক্রনিক্‌ল'-এ তাঁর 'দ্য ক্যাপটিভ লেডি' কাব্যটি প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে যদিও 'মেঘনাদবধকাব্য' ও অনবদ্য বাংলা সনেটগুলিই তাঁকে কবিখ্যাতি এনে দেয়, ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি মধুসূদনের ভালোবাসা তাঁর বাংলা রচনাতে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও ইংরেজি ভাষায় দুটি উপন্যাস রচনা করেন— 'দি অ্যাডভেঞ্চার্‌স্ অফ এ ইয়াং হিন্দু' এবং 'রাজমোহন'স ওয়াইফ'। তাঁর পরবর্তী জনপ্রিয় বাংলা উপন্যাসগুলির রচনাশৈলীতেও তাঁর ইংরেজি সাহিত্যচর্চা তাঁকে প্রভূত সাহায্য করেছে।

রেভারেণ্ড লালবিহারী দে (১৮২৪ - ১৮৯৪) মধুসূদন দত্তের মতোই খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি চার্চের কর্মে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। কর্মসূত্রে তিনি বাংলার গ্রামজীবন ও লোক সংস্কৃতির সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি *Bengal Peasant Life* (১৮৭৪) ও *Folk Tales of Bengal* (১৮৮৩) নামে দুটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

ভারতীয় লেখকদের ইংরেজি রচনার ক্ষেত্রে অন্যতম পথিকৃত কবি তরু দত্ত (১৮৫৬-১৮৭৭)। তরু এবং তাঁর ভগ্নী অরু একত্রে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। উভয়ে ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। ১৬৫টি ফরাসি কবিতার একটি ইংরেজি অনুবাদ সংকলন— *A Sheaf Gleaned in French Fields*– যার আটটি অনুবাদ করেছিলেন অরু ও অবশিষ্টগুলি তরু। তরুর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় তাঁর *Ancient Ballads and Legends of Hinduism* বইটি। জন কীটসের মতো অরু ও তরু দত্ত অল্প বয়সে যক্ষারোগে আক্রান্ত হন। কিন্তু তরুর অতি তরুণ বয়সের রচনাগুলি তাঁস অসামান্য প্রতিভার সাক্ষর বহন করে।

Sahid Bidroha Sardha Satabarshiki Mahavidyalaya
ESTD 2005
Goaltore
Paschim
Medinipur

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১ - ১৯৪১) 'গীতাঞ্জলী'র ইংরেজি অনুবাদ নিজেই করেছিলেন, যা ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ করে। তিনি সুললিত ইংরেজিতে আরও কিছু রচনা করেন ও নিজের রচনার অনুবাদও করেন, যেমন— *The Gardener* (১৯১৩), *Fruit Gathering* (১৯১৬), *Fugitives* (১৯২১) ইত্যাদি।

ভারতে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার ঐতিহ্য দীর্ঘকালের। ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলির জ্ঞানচর্চার গভীরতা, পণ্য উৎপাদনে শ্রেষ্ঠত্ব— এই সকল কারণগুলিই কেবলমাত্র ব্রিটিশ নয়, আরও অন্যান্য ইয়োরোপীয় জাতিগুলিকেও এইসব দেশে ব্যবসার প্রসারে উৎসাহী করেছিল। তবে রাজনৈতিক আধিপত্য কায়েম করার পর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা অনুধাবন করে যে উপনিবেশায়নের লক্ষ্যে বা দীর্ঘকাল বাণিজ্যে মুনাফা লাভের লক্ষ্যে সফল হওয়া কেবলমাত্র ব্রিটিশ কর্মচারীদের দ্বারা সম্ভব নয়। দূরদেশ থেকে প্রশাসনিক কার্য নিয়ন্ত্রণ করা যেমন কঠিন তেমনি ব্যয়বহুল। সুতরাং এদেশীয়দের ইংরেজি ভাষায় প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রশাসনিক কর্মে নিয়োগ করা প্রয়োজন এবং এতে ব্যয় সংকোচনও সম্ভব। ভারতে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন ও অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করে দেশীয় ব্যক্তিদের ইংরেজি ভাষায় শিক্ষাদানের পরিকল্পনা করেছিলেন চার্লস গ্রান্ট সেই ১৭৯২ সালেই। তবে শাসকদের পক্ষ থেকে ইংরেজি শিক্ষার নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণের পূর্বেই কলকাতা শহরে ইংরেজি ভাষা রপ্ত করার বহুল প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। যার কারণ ছিল, সামান্য ইংরেজি জ্ঞান থাকলেই ইংরেজ সরকারের কাছে কেরাণীর চাকরি পাওয়া যায়— যার অর্থমূল্য ও সামাজিক মর্যাদা স্থানীয়দের কাছে ছিল অত্যন্ত লোভনীয়, "তাই নতুন যুগে যে বিদ্যার গৌরব ও মর্যাদা বাড়তে লাগল সমাজে, সে হল ইংরেজি বিদ্যা ও পাশ্চাত্য বিদ্যা।"[৮] শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখায় পাওয়া যায় ডেভিড হেয়ারের স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে রীতিমত উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি লিখেছেন— "ইংরাজি শিক্ষা চাই, ইংরাজি শিক্ষা চাই, এই রব দেশের সর্বত্র ধ্বনিত হইতেছিল।"[৯] ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে গভর্ণর জেনারেল কাউন্সিলের আইনি উপদেষ্টা হিসেবে কলকাতায় এলেন জন ড্রিংকওয়াটার বীটন্, যদিও স্থানীয়রা বীটন্ কে উচ্চারণ করতেন 'বেথুন'। বীটন্ কাউন্সিল অফ এডুকেশনেরও সভাপতি ছিলেন, অর্থাৎ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান। হিন্দু কলেজ থেকে পাশ করা ছাত্রদের পেশা ও কর্মজীবন দেখে তাঁর মনে হয়েছিল— "হিন্দু কলেজ যেন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই নয়, এতো একটি ভৃত্য বানাবার কারখানা। সাম্রাজ্য বাড়ছে, সরকারী কাজকর্ম বাড়ছে, অল্পবেতনে ইংরেজ কর্মচারী পাওয়া দুষ্কর, তাই হিন্দু কলেজের পাশ করা ছাত্রদের মধ্যে থেকেই এখন সরকারের নিম্নবিভাগীয় কর্মচারী পাওয়া যাচ্ছে যথেষ্ট। কতকগুলি ভৃত্য উৎপাদনের জন্য শেক্‌স্‌পীয়ার, হোমার পঠনপাঠনের প্রয়োজন কী ?"[১০]

সামাজিক মর্যাদা ও সরকারী চাকরিলাভের আশায় বাঙালি প্রাথমিক জড়তা ও জাতিভ্রষ্ট হওয়ার ভয় পরিত্যাগ করে ইংরেজি শিখতে উৎসাহী হয়ে উঠেছিল। এমনকি হিন্দু কলেজ বা ইংরেজি শিক্ষার স্কুলগুলি প্রতিষ্ঠার পূর্বেই প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক বা

Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya
Goaltore, Paschim Medinipur

শিক্ষকের উপস্থিতি ছাড়াই তারা অভিধান মুখস্থ করে কাজ চালানোর মতো কিছু ইংরেজি শব্দ শিখে নিতো। এর মাধ্যমে তারা একপ্রকার করে ভাব আদান-প্রদানের কাজটিও করে ফেলতো। এই প্রসঙ্গে একটি প্রচলিত মজার কাহিনি উল্লেখ করা যায়। এক ব্রিটিশ মার্চেন্ট হাউসে বার্ষিক বাজেট তৈরির সময়, কোম্পানীর বড় সাহেব অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় কিছু ব্যয়বরাদ্দ কেটে দিতে চাইলেন। তৎক্ষণাৎ এক নব্য ইংরেজি শিক্ষিত কর্মচারী তাঁকে বাধা দিয়ে উঠলেন— 'নো কাট! নো কাট! রিজন হ্যাজ' সাহেবও বিষয়টি বুঝতে পারলেন এবং বরাদ্দগুলি রেখে দিলেন। সাহেবরা ব্যঙ্গ করে এই কাজ চালানো, অদক্ষ ইংরেজিকে বলত 'বাবু-ইংলিশ'। নেটিভদেরকে দিয়ে নিজেদের অধীনে কাজ করিয়ে নিতে এর বেশি পরিশীলিত ইংরেজির তাদের প্রয়োজনও ছিল না। তবে কতিপয় প্রতিভাবান, দক্ষ, সাহিত্যমনস্ক, উচ্চমনোবৃত্তি সম্পন্ন মানুষ এরই মধ্যে ইংরেজি ভাষাটি উত্তমরূপে আয়ত্ত করেছেন, ইংরেজি সাহিত্যের রসাস্বাদন করেছেন এবং অনাগত কালের ভাবী সাহিত্যিকদের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য চর্চা ও রচনা সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

তথ্যসূত্র :

১. শাস্ত্রী, শিবনাথ; *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, ২য় সংস্করণ, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৫৭, পৃ. ৭৪।
২. *Guha, Ranajit; An Indian Historiography of India : A Nineteenth Century Agenda and Its Implications, K. P. Bagchi & Company, Calcutta, 1988, P. 16.*
৩. *Macaulay, Thomas Babington, Minutes on Education, February 2, 1835. <home.iitk.ac.in/hcverma/Article/Macaulay-Minutes.pdf>*
৪. *Stokes, Eric; The English Utilitarians and India, Oxford University Press, London, 1959, P. 34.*
৫. *Sen, Asok; Iswar Chandra Vidyasagar and his Elusive Milestones, Riddhi-India, Calcutta, 1977, P. 4.*
৬. *Viswanathan, Gauri; Masks of Conquest : Literary Study and British Rule in India, Columbia University Press,New York,1989, PP.166-67.*
৭. *Macaulay, Thomas Babington, Minutes on Education, February 2, 1835. <home.iitk.ac.in/hcverma/Article/Macaulay-Minutes.pdf>*
৮. ঘোষ, বিনয়; *বাংলার বিদ্বৎসমাজ*,৪র্থ সংস্করণ,প্রকাশ ভবন,কলকাতা,২০০০,পৃ. ২০।
৯. শাস্ত্রী, শিবনাথ; *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, ২য় সংস্করণ, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৫৭, পৃ. ৪৬।
১০. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল; *সেই সময়*, অখণ্ড সংস্করণ, অষ্টম মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, আশ্বিন ১৪১৩, পৃ. ১৯২।

Santal Bidroha Sardha Satabarshiki Mahavidyalaya
ESTD 2005
Goaltore
Paschim
Medinipur

অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি

অর্ঘ্য হালদার

আনুমানিক ১২০২ খ্রি: ইখতিয়ার উদ্দিন মহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী বাংলার সেন বংশের রাজা লক্ষ্মণ সেনকে আক্রমণ করেন।[১] লক্ষ্মণ সেনের পরাজয়ের পর বাংলায় সুলতানী শাসনের সূত্রপাত ঘটে। তারপর থেকেই বাংলায় মুসলিম ধর্মের প্রসার ঘটে এবং মুসলিমদের আধিপত্য শুরু হয়। বাংলায় হিন্দু-মুসলিন পাশাপাশি সহবস্থান করলেও কখনো কখনো তাদের মধ্যে সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়েছে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে বদরুদ্দীন বলেছিলেন—

"আমাদের দেশে হিন্দু মুসলমানের ধর্মীয় এবং সামাজিক চিন্তার ব্যবধান অনেক। এই ব্যবধানের ফলে এ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক পর্যায়ে যে পরিমাণ লেনদেন হওয়ার কথা কোনোদিনই তা হয়নি। সামাজিক লেনদেন এবং বিবেচনাই ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্য প্রীতি এবং উন্মুক্ত না থাকাই অন্যতম কারণ, যার জন্যে ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান শত শত বছর পাশাপাশি থাকা সত্ত্বেও তাদের সম্পর্কক স্বাভাবিক হয়নি।"[২]

বদরুদ্দীন সাহেব এ কথা বললেও আমাদের বাংলা সাহিত্যের, বিশেষ করে মধ্যযুগের সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায়, সেখানে রয়েছে হিন্দু-মুসলিমের সংস্কৃতির সমন্বয়। সৈয়দ মতুর্জা, নাসির মামুদের মতো মুসলিম কবিরা বৈষ্ণব পদ রচনা করেন। দৌলত কাজী, সৈয়দ আলাওলের মতো কবিরা 'লোরচন্দ্রানী' বা 'সতী ময়নামতি' কাব্য রচনা করেন। রুকনুদ্দিন বরবক শাহের মতো মুসলিম শাসক হিন্দু কবিদের কদর বুঝে মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি দিয়েছিলেন। হুসেন শাহের সেনাপতি চট্টগ্রামের শাসন কর্তা পরাগল খাঁ কবিন্দ্র পরমেশ্বরকে মহাভারত রচনায় উৎসাহিত করেছিলেন।[৩] হুসেন শাহের পুত্র কুমার নুসরৎ শাহ বা ছুটি খাঁর পৃষ্টপোষকতায় শ্রীকর নন্দী মহাভারত রচনা করেন।[৪] ডিহিদার মামুদ সরীপের অত্যাচারে ব্যক্তিগত জীবনে অত্যাচারিত হয়েও কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কালকেতু গুজরাট নগর পত্তনে হিন্দু প্রজাদের পাশাপাশি মুসলিম প্রজাদেরও তার গুজরাট নগরীতে স্থান দিয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগেও সাহিত্যিকরা তাদের রচনায় হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন।

"অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে হিন্দু-মুসলমান

Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya
Goaltore, Paschim Medinipur

লেখক পরিচিতি

১.ইলিয়া দাস মুখার্জী : অধ্যাপক, নৃত্য বিভাগ,রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা,প.ব.।

২.প্রভাতচন্দ্র সরকার : গবেষক, বাংলা বিভাগ, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়, রায়গঞ্জ,প.ব.।

৩.শ্রেয়া মন্ডল : প্রাবন্ধিক,গবেষক,বাংলা বিভাগ,কলকাতা,প.ব.।

৪.মিজানুর রহমান : সহকারী অধ্যাপক, বাংলাবিভাগ, খিদিরপুর কলেজ, কলকাতা,প.ব.।

৫.প্রশান্ত শাট : সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ, পাঁশকুড়া, পূ.মেদিনীপুর,প.ব.।

৬.অনিমেষ হালদার : গবেষক,গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, প.ব.।

৭. অসীম কুমার মন্ডল :সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, লালগোলা কলেজ, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ,প.ব.।

৮.সৈয়দ শরফরাজ আজম : গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা,প.ব.।

৯. অনিমেষ গোলদার : অধ্যাপক,বাংলাবিভাগ, বিবেকানন্দ কলেজ, মধ্যমগ্রাম, ২৪পরগণা (উ), কলকাতা,প.ব.।

১০.অভিষেক চৌধুরী : গবেষক, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ, পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ, পূ.মেদিনীপুর,প.ব.।

১১. ইরাবতী মণ্ডল : অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, দমদম মতিঝিল কলেজ, কলকাতা, প.ব.।

১২.নিখিল চন্দ্র মাহাতো : গবেষক, বাংলা বিভাগ, বি.বি.এম.কে. ইউনিভারসিটি, ধানবাদ, ঝাড়খন্ড।

১৩.রুবিনা খাতুন : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও গবেষক, বাংলা বিভাগ, কলকাতা,প.ব.।

১৪.সুশান্ত রজক :গবেষক, বাংলা বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, প.বর্ধমান, আসানসোল, প.ব.।

১৫.টিটু ঘোষ :গবেষক, বাংলা ও সাহিত্য বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, প.বর্ধমান, আসানসোল, প.ব.।

১৬.লালকৃষ্ণ খাঁড়া : সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষাবিভাগ,মহিষাদল গার্লস কলেজ, মহিষাদল, পূ.মেদিনীপুর,প.ব.।

১৭.প্রসেনজিৎ রায় :গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তর দিনাজপুর, প.ব.।

Sahid Bidroha Sardha Satabarshiki Mahavidyalaya
ESTD 2005
Goaltore
Paschim
Medinipur

১৮.সেখ পারভেজ হোসেন :সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গৌরব গুইন মেমোরিয়াল কলেজ, গবেষক,বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প.ব.।

১৯.জয়ন্ত ঘোষ : গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা,প.ব.।

২০.মৌসুমী দাস : সহকারী অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, বাঁকুড়া খ্রিষ্টান কলেজ, বাঁকুড়া, প.ব.।

২১.সঞ্চয় মণ্ডল :গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, প.মেদিনীপুর, প.ব.।

২২.অমর চন্দ্র রায় : সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সুকান্ত মহাবিদ্যালয়, ধুপগুড়ি, জলপাইগুড়ি,প.ব.।

২৩. চিন্ময় কুমার মাইতি : গবেষক, বাংলা বিভাগ, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি, ঝাড়খন্ড।

২৪.শচীন চক্রবর্ত্তী :সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, কবি সুকান্ত মহাবিদ্যালয়, ভদ্রেশ্বর,হুগলী,প.ব.।

২৫.জয়দেব নায়েক :সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, শিলদা চন্দ্রশেখর মহাবিদ্যালয়, ঝাড়গ্রাম,প.ব.।

২৬.মহঃ আবু নাসিম : গবেষক,ইতিহাস বিভাগ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, প.ব.।

২৭. কাজী আক্তার আলি : গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, মেদিনীপুর,প.ব.।

২৮.অরূপরতন চক্রবর্তী :সহকারী অধ্যাপক, ইংরাজী বিভাগ, সাঁওতাল বিদ্রোহ সার্ধ শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়, গোয়ালতোড়,প.মেদিনীপুর,প.ব.।

২৯. অর্ঘ্য হালদার : সহকারী অধ্যাপক, বাংলাবিভাগ, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেকার মহাবিদ্যালয়, নদিয়া,প.ব.।

৩০.গৌতম দাস :সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, বাঁকুড়া,প.ব.।

৩১. দেবাশিস সরদার : সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিটি কলেজ(মেন), কলকাতা, প.ব.।

৩২. বিশ্বজিৎ দাস : গবেষক, নাটক বিভাগ,রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা,প.ব.।

৩৩.ড.সৌগত ঘোষ : গবেষক, বাংলা বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা,প.ব.।

৩৪. ড. সমীর প্রসাদ : প্রাবন্ধিক,অধ্যাপক, খড়্গপুর, প.মেদিনীপুর,প.ব.।

৩৫.ড. বিপুলকুমার মণ্ডল : সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজা এন.এল.খান মহাবিদ্যালয়, মেদিনীপুর, প.ব.।

৩৬. ড. পার্থ প্রতিম রায় : সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, প্রভাতচন্দ্র কলেজ, কাঁথি, পূ.মেদিনীপুর,প.ব.।

৩৭.ড. জিতেশ চন্দ্র রায় : সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, পাঁশকুড়া বনমালী

Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya
Goaltore, Paschim Medinipur